গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজিস্টার রেসপন্স কো-অরডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
web:www.modmr.gov.bd

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-২৪৪

তারিখঃ ২০/০৮/২০১৭খ্রিঃ
সময়ঃ রাত ৮.০০ টা

বিষয়ঃ দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।

সমুদ্রবন্দর সমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ সমুদ্রবন্দর সমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নেই।

দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস: দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য কোন সতর্কবার্তা নেই এবং কোন সংকেতও দেখাতে হবে না।

পূর্বাভাসঃ ময়মনসিংহ, সিলেট এবং চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

দেশের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিম্নরূপ:

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৪.১	৩৩.৪	৩৪.২	৩৫.০	৩৪.২	৩৪.৩	৩৩.৬	৩২.৮
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৫.৬	২৬.০	২৪.২	২৫.৪	২৬.৫	২৬.৮	২৫.৬	২৬.৪

দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল সিলেট ৩৫.০ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল রাঙ্গামাটি ২৪.২ সেঃ

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০টা পর্যন্ত)

মোট পর্যবেক্ষণ পয়েন্টের সংখ্যা	**৯০ টি**	**পানি স্থিতিশীল রয়েছে**	**০৫ টি**
পানি বৃদ্ধি পেয়েছে	**৩৫ টি**	**তথ্য পাওয়া যায়নি**	**০০ টি**
পানি হ্রাস পেয়েছে	**৫০ টি**	**বিপদসীমার উপরে**	**২৭ টি**

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- গঙ্গা পদ্মা ও কুশিয়ারা নদীসমূহের নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে ব্রহ্মপুত্র যমুনা ও সুরমা নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে।
- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর পানি সমতল হ্রাস আগামী ৭২ ঘন্টায় অব্যাহত থাকতে পারে।
- গঙ্গা নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি আগামী ৪৮ ঘন্টায় অব্যাহত থাকতে পারে
- পদ্মা নদীর পানি সমতল আগামী ২৪ ঘন্টায় স্থিতিশীল হয়ে যেতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘন্টায় সুরমা নদীর পানি সমতল হ্রাস অব্যাহত থাকতে পারে, অপরদিকে কুশিয়ারা নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল হয়ে যেতে পারে।

বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত স্টেশনঃ

ক্রঃ	নদীর নাম	পানি সমতল স্টেশন	বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি বৃদ্ধি (+)/ হ্রাস (-) (সে.মি.)	বিপদসীমার উপরে (সে.মি.)
১	ঘাঘট	গাইবান্ধা	৮	+৪
২	করতোয়া	চকরহিমপুর	৪	+১১
৩	যমুনা	বাহাদুরাবাদ	১৬	+৫৯
৪	যমুনা	সারিয়াকান্দি	-২২	+৫৪
৫	যমুনা	কাজিপুর	-২৩	+৯০
৬	যমুনা	সিরাজগঞ্জ	২১	+৯৭
৭	যমুনা	আরিচা	১৯	+৬০
৮	গুর	সিংড়া	+১৩	+৮৪

২০/৮/১৭

৯	আত্রাই	বাঘাবাড়ি	-৮	+১০০
১০	ধলেশ্বরী	এলাসিন	-৯	+৯৮
১১	লক্ষ্যা	লাখপুর	+১৩	+৩৫
১২	কালিগঙ্গা	তরাঘাট	+৩০	+৮২
১৩	লক্ষ্যা	নারায়নগঞ্জ	+১০	+৭
১৪	মহানন্দা	রোহানপুর	+১৯	+৪৬
১৫	ছোট যমুনা	নওগাঁ	-৩	+৭৪
১৬	ধলেশ্বরী	জাগির	-৩৩	+১৯
১৭	পদ্মা	গোয়ালন্দ	-৯	+৯৭
১৮	পদ্মা	ভাগ্যকূল	-১	+৪৮
১৯	পদ্ম	সুরেশ্বর	+২৩	+৩৬
২০	সুরমা	কানাইঘাট	-৩	+৪১
২১	সুরমা	সুনামগঞ্জ	-১০	+১০
২২	কুশিয়ারা	অমলশীদ	-৬	+৩৩
২৩	কুশিয়ারা	শেওলা	-১	+৪৬
২৪	কুশিয়ারা	শেরপুর-সিলেট	+০	+১০
২৫	পুরাতন সুরমা	দিরাই	+৬	+৪৮
২৬	কংস	জারিয়াজঙ্গাইল	-১২	+৮৩
২৭	তিতাস	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	+৫	+৪২

গত২৪ ঘন্টায় উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা থেকে আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত):

স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মিঃমিঃ)	ষ্টেশন/জেলার নাম	বৃষ্টিপাত (মিঃমিঃ)
সিলেট	৬৬.০		

অগ্নিকান্ডঃ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার জানান, আজ উল্লেখযোগ্য কোন অগ্নিকান্ড নেই।

বন্যা ও ত্রাণ তৎপরতা সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

১) **দিনাজপুরঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, জেলার ১৩ টি উপজেলা, ৮ টি পৌরসভা এবং ৮৬টি ইউনিয়ন বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। জেলায় পানিতে ডুবে ২৫ জন, সাপের কামড়ে ২ জন ও অন্যান্য কারনে ৩ জনসহ মোট ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২০,০০০/- টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। জেলায় মোট ১২৮টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আশ্রিত লোকসংখ্যা মোট ১১,৯৪৭ জন। নদ-নদীর পারি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে।

২) **নীলফামারীঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে আসা পানির তোড়ে জেলার ৬ টি উপজেলা,১ টি পৌরসভা ও ৫১টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে। জেলায় বন্যার পানিতে ডুবে মোট ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২০,০০০/- টাকা সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে নদীর পানি হ্রাস পেয়ে বিপদসীমার অনেক নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জেলার বন্যার পানি নেমে গেছে। আশ্রয় কেন্দ্রের সকল লোকজন স্ব-স্ব বাড়ীতে ফিরে গেছে। সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

৩) **লালমনিরহাটঃ** জেলার ২টি পৌরসভা এবং ৫ টি উপজেলার ৩৫টি ইউনিয়নের ৫১০ টি গ্রাম বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। বন্যায় ১০২৭৫০ টি পরিবারের ৪,১৩,৬০০ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । তিস্তা নদীর পানি বিপদ সীমার নীচ দিয়ে এবং ধরলা নদীর পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যার পানি ক্রমশঃ কমে যাওয়ায় বর্তমানে আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা ১টি এবং আশ্রিত লোকের সংখ্যা ৪০ জন। বন্যায় পানিতে ডুবে তিন পরিবারের ৬ জন লোক মৃত্যুবরণ করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক দুই পরিবারকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে। অপর পরিবারকে টাকা প্রদান প্রক্রিয়া চলমান আছে। সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে।

৪) **ঠাকুরগাঁওঃ** সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার ৫টা উপজেলা (ঠাকুরগাঁও সদর, রানীশংকৈল, বালিয়াডাঙ্গী, পীরগঞ্জ ও হরিপুর) ও ৩টি পৌরসভা এবং ৪৪ টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চলসমূহ প্লাবিত হয়েছে। বন্যার কারণে ১ জনের

২০/৮/০৭

মৃত্যু হয়েছে। পীরগঞ্জ উপজেলার ২টি ইউনিয়নের কিছু এলাকা ছাড়া অবশিষ্ট সকল উপজেলার বন্যার পানি নেমে গেছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

৫) **কুড়িগ্রামঃ** জেলা প্রশাসক কুড়িগ্রাম জানান যে, তার জেলার ৯ টি উপজেলার ২টি পৌরসভাসহ ৬০ টি ইউনিয়নের ৭২৪ টি গ্রাম বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। এর মধ্যে রাজারহাট, সদর, ভূরুংগামারি, ফুলবাড়ি ও নাগেশ্বরী উপজেলা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজারহাট উপজেলার কালুয়া পয়েন্টে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এবং একই বাঁধের সদর উপজেলার আরেক অংশের বাঁধ ভেংগে যাওয়ায় প্লাবনের সৃষ্টি হয়েছে। বন্যার পানিতে ডুবে ১৯জন লোক মৃত্যুবরণ করেছে। প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। নদীর পানি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

৬) **পঞ্চগড়ঃ** জেলা প্রশাসক পঞ্চগড় জানান যে, তার জেলার ৫ টি উপজেলা ও ৩টি পৌরসভা এবং ৪৩ টি ইউনিয়নের প্লাবিত হয়। বর্তমানে বন্যার পানি নেমে গেছে। আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রিত সকল লোক নিজ নিজ বাড়ী ঘরে চলে গেছে। নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

৭) **গাইবান্ধাঃ** অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার ৭টি উপজেলা ও ১টি পৌরসভা এবং ৬৪টি ইউনিয়নের ৫৫৭টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। ৯৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানি উঠার কারণে পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৭৮ কিঃমিঃ বাঁধের ৮টি পয়েন্ট ঝুঁকিপূর্ণ। সেনা বাহিনী ও পানি উন্নয়ন বোর্ড সম্মিলিতভাবে বাঁধ মেরামতের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বন্যার পানিতে ডুবে ৭জন শিশু, ৩ বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়েছে এবং ১ জন ভাইকে উদ্ধার করতে গিয়ে মোট ১১ জন মারা গেছে। ১২০টি মেডিকেল টিম কাজ করছে। নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হলেও দ্রুত কমছে। নদীর পানি কমেতেছে। পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

৮) **সিরাজগঞ্জঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, ৬টি উপজেলা ও ১টি পৌরসভা এবং ৫১টি ইউনিয়নের ৩৯১টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি ক্রমশঃ কমছে। বন্যার পানিতে ডুবে ৩ জন ও সাপের কামড়ে ১ জন মোট ৪ জন মারা গেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের প্রক্রিয়া চলমান আছে। জেলা নদীর পানি কমছে। পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

৯) **বগুড়াঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, ৫টি উপজেলা ও ১টি পৌরসভা এবং ২১টি ইউনিয়নের ১৯৫টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। বন্যাক্রান্ত এলাকার ৫৩০৩টি পরিবার বিভিন্ন বাঁধে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। যমুনা, করতোয়া ও বাঙালী নদীর পারি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে পানি কমতে শুরু করেছে। জেলা প্রশাসন সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন।

১০) **ময়মনসিংহঃ** জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, তার ৩টি উপজেলা ও ১টি পৌরসভা এবং ১৯টি ইউনিয়নের ১৭২টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে এবং ৪১৫১৫ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যার্তদের মাঝে ২০ মেঃ টন চাল এবং ৫,৪৫০ প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে। ২টি আশ্রয় কেন্দ্রে ১৫০ জন লোক অবস্থান করছে। পানি হ্রাস পাচ্ছে। সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে।

১১) **জামালপুরঃ** জেলা প্রশাসক, জামালপুর জানান যে, অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার ৭ উপজেলা ও ৮ পৌরসভার ৬২টি ইউনিয়নের ৬৭৪টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। বর্তমানে যমুনা নদীর পানি বাহাদুরাবাদ পয়েন্টে বিপদসীমার ৫৯ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে বন্যার পানি হ্রাস পাচ্ছে। জেলায় বন্যার পানিতে ডুবে ১১ জন ও বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে ১ জনসহ মোট ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২০,০০০/- টাকা সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। বন্যার হ্রাস পাচ্ছে। পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

১২) **নেত্রকোনাঃ** নদীর পানি বৃদ্ধি ও বৃষ্টির পানিতে জেলার ৫ উপজেলার ৩০টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। বন্যার পানিতে ডুবে নেত্রকোনা জেলায় ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। বন্যায় বেশ কিছু ঘরবাড়ী ও ফসলাদির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পানি ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

১৩) **রাজবাড়ীঃ** জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, অতিবৃষ্টি ও উজানের পানির তোড়ে রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ পয়েন্টে নদীর পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জেলার ৫টি উপজেলা ও ৩টি পৌরসভা এবং ১৬টি ইউনিয়নের ২০৯ টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। বর্তমানে নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

20/8/09

১৪) **ফরিদপুরঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, ৩টি উপজেলা ও ১টি পৌরসভা এবং ১৩টি ইউনিয়নের ১০৮৪০টি পরিবার বন্যার পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পদ্মা নদীর পানি গোয়ালন্দ পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

১৫) **টাংগাইলঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, ৭টি উপজেলা ও ২টি পৌরসভা এবং ৫৪টি ইউনিয়নের ৬৪৯টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। । ১২ টি আশ্রয় কেন্দ্রে ১২,৬১০ জন লোক আশ্রয় গ্রহণ করেছে। নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পিরস্থিতি উন্নতির দিকে।

১৬) **বি-বাড়ীয়াঃ** অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে ২টি উপজেলার জেলার ৫টি ইউনিয়নের ৩০টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। বর্তমানে বন্যার পানি হ্রাস পাচ্ছে । বন্যার পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রিত লোকজন নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে গেছে।

১৭। **সিলেটঃ** জেলা প্রশাসক জানান যে, তার জেলায় ৭টি উপজেলার ৪২টি ইউনিয়নের ৩১,০৮০ পরিবারের ১,৩৩,৭৪০ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নদীর পানি কমছে। পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।।

১৮) **সুনামগঞ্জঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, জেলার মোট ১০টি উপজেলা, ৫৩ টি ইউনিয়ন, ১৯,১০০ পরিবার, ৯৩৭৫০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুনামগঞ্জ সদরে ১ জন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এবং দুয়ারা বাজারে ১ জন পানিতে ডুবে মৃত্যু বরন করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা করে বিতরণ করা হয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তবে আশ্রয় কেন্দ্রে কোন লোক এখনো নেয়ার প্রয়োজন হয়নি। বন্যার পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে । তবে পানি কমতে শুরু করেছে।

১৯) **যশোরঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, অতিবৃষ্টিজনিত কারণে ৪টি উপজেলার ২৪টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে। জেলায় সাপের কামড়ে ২ জন ও অন্যান্য কারনে ১ জনসহ মোট ৩ জন লোক মৃত্যুবরণ করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২৫,০০০/- (পচিঁশ হাজার) টাকা করে প্রদান করা হয়েছে । বর্তমানে পানি হ্রাস পাচ্ছে । পরিস্থিতির উন্নতি হচ্চে।

২০) **রাঙ্গামাটিঃ** জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা জানান যে, অতিবৃষ্টিজনিত কারণে ৩টি উপজেলার ২০টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে । বর্তমানে পানি হ্রাস পাচ্ছে । পরিস্থিতি উন্নতির দিকে।

২১) **শেরপুরঃ** জেলা প্রশাসক কর্তৃক জানানো হয় যে, অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে কারণে ৫টি উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নের ১২০০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত বন্যার পানিতে ডুবে ৩ জন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে । তার মধ্যে ২ জন কিশোর এবং ১জন বৃদ্ধ। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

২২) **ঢাকাঃ** জেলা প্রশাসক, ঢাকার ইমেইল বার্তার জানা যায় যে, ৩টি উপজেলা এবং ১২টি ইউনিয়নের ৪৮ টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। উজানের পানি নেমে আসায় পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে নবাবগঞ্জ উপজেলার জয়কৃষ্ণপুর ও শিকারী পাড়া ইউনিয়নের এবং দোহার উপজেলার নারিসা, মাহমুদপুর ও বিলাসপুর ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে ।

২৩) **মৌলবীবাজারঃ** জেলা প্রশাসক জানান যে, ৫টি উপজেলা এবং ১৬টি ইউনিয়নের ৮৭টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। বহুদিন ধরে মৌলবীবাজার বন্যা বিরাজ করছে, এখন ও কিছু কিছু পয়েন্টে পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে । তবে পানি কমছে। বন্যার পানিত পড়ে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

২৪) **নওগাঁ:** জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা জানান যে, জেলার ১০টি উপজেলার ৬৬টি ইউনিয়নের ৫১৬টি গ্রাম বন্যায় প্লাবিত হয়েছে । বন্যায় পানিতে ডুবে ২ জন ও অন্যান্য কারণে ২জনসহ মোট ৪ জন মৃত্যুবরণ করেছে। বর্তমানে কমতে শুরু করেছে। পরিস্থিতি উন্নতির দিকে।

২৫) **কুমিল্লাঃ** সম্প্রতি নদীর পানি বৃদ্ধি এ অবিবৃষ্টির ফলে ১৩টি উপজেলা ও ১টি পৌরসভা এবং ১১২টি ইউনিয়নের ২৭,৩৪৭ টি পরিবার বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। বন্যার কারণে ২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি পরিবারকে ২০০০০/- (বিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে।বর্তমানে বন্যার পানি নেমে গেলেও জলাবদ্ধতা অবস্থা বিরাজ করছে।

২৬) **রংপুরঃ** জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, নদীর পানি কমতে শুরু করেছে। বন্যার কারণে জেলার ৮টি উপজেলার ৩টি পৌরসভার ৬১টি ইউনিয়নের ৪৮৭টি গ্রাম প্লাতি হয়েছে। বন্যার কারণে ৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। বর্তমানে বন্যার পানি নেমে যাচ্ছে। পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

২৭) **মানিকগঞ্জঃ** জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, ৫টি উপজেলা এবং ৪৩টি ইউনিয়নের ৬০৩টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতি অবনতির দিকে যাচ্ছে।

২৮। **জয়পুরহাটঃ** অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে জয়পুরহাট জেলার ৫টি উপজেলার ২৪টি ইউনিয়নের ৯৫টি গ্রাম বন্যার পানি প্রবেশ করেছে।। জেলার ছোট যমুনা নদীর পানি বর্তমানে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে পানি কমতে শুরু করায় পরিস্থিতি পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

** **বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি ও ত্রাণ তৎপরতার বিবরণ পরিশিষ্ট 'ক' ও 'খ' তে দেখানো হলো।**

(জি এম আব্দুল কাদের)
উপ-সচিব(এনডিআরসিসি)
ফোন: ৯৫৪৫১১৫

সদয় অবগতি/ প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ (জ্যেষ্ঠতা /পদ মর্যাদার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬। মহা-পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৭। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ ত্রাণ/দুব্য/সিপিপি ও এনডিআরসিসি/উন্নয়ন/ত্রাণ প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৮। মহা-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী, ঢাকা।
০৯। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের জন্য অনুরোধসহ।
১০। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১২। যুগ্ম সচিব (প্রশাঃ/ সেবা /দুব্যক-১/দুব্যক-২/সমন্বয় ও সংসদ/ত্রাণ প্রশাসন/আইন সেল/দুব্যপ্রঃ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৩। পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৪। উপ-সচিব (দুব্যক-১/দুব্যক-২/প্রশাঃ/বাজেট/অডিট/ত্রাণ প্রশাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২)/উপ-প্রধান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৫। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রতিবেদনটি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধসহ।
১৬। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৭। মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

দুর্যোগ পরিস্থিতি মনিটরিং করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC (জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭x**২৪**) খোলা আছে। দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য NDRCC'র নিম্নবর্ণিত টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ email নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ NDRCC'র টেলিফোন নম্বরঃ ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; **ফ্যাক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০।** EMAIL: ndrcc@modmr.gov.bd/ ndrcc.dmrd@gmail.com, **হট লাইনঃ ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২, ০১৭১১-১৬১৯২৬, ০১৫৩৬-২৩৯২৬০, মোবাইল নম্বরঃ** অতিরিক্ত সচিব (এনডিআরসিসি) ০১৭৩৭-২৫০৮৮৮।

পরিশিষ্ট 'ক'

আগষ্ট, ২০১৭ মাসে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি বিবরণ

(জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

তারিখঃ ২০.০৮.২০১৭ খ্রীঃ

ক্রঃ নং	ক্ষতিগ্রস্ত জেলা	ক্ষতি উপ-জেলা	ক্ষতিঃ পৌর সভা	ক্ষতিঃ ইউনিয়ন	ক্ষতিঃ গ্রাম	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সংখ্যা		ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা		ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ীর সংখ্যা		ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমি (হেক্টরে)		মৃত লোক সংখ্যা	মৃত হাঁস-মুরগী	ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান	
						সঃ	আং	সঃ	আং	সঃ	আং	সঃ	আং			সঃ	আং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	দিনাজপুর	১৩	৮	৮৬	৬৩৭	২৬৮৯০	১২৮৫৮১		৬২১৮৮৪		৫৯২৯৯		১২১১৭০	৩০			৪২৯
২	নীলফামারী	৬	১	৫১	১৫৮		৪১৫৩৫	১২০৪	১১৪৯৩৬				৩৮০৫০	৬			
৩	লালমনিরহাট	৫	২	৩৫	৫১০		১০২৭৫০		৪১৩৬০০	১৩২২	৯১৬৯		৩১৪০০	৬			৩২৩
৪	কুড়িগ্রাম	৯	২	৬০	৭২৪		১২৫১০৫		৫১১০৩২	২৪৬৫৯	৮৮৯৬৯		৫০০০১	১৯	৩	২	৬৮৪
৫	ঠাকুরগাঁও	৫	৩	৪৪	২০০		২৮৮০০		১১৫২০০	৫০০	২০০০		১৪৬৬০	১			
৬	পঞ্চগড়	৫	৩	৪৩			৪৫৩০৫		১৮১২২০				১২৫২				
৭	গাইবান্ধা	৭	১	৬৪	৫৫৭		১০৪৯১৩		৩৫৪০২৬		৮১০৬০		২৪৯৩৭	১১			৯৫
৮	বগুড়া	৫	১	২১	১৯৫		৩৫৭৮৯		১৩৬২১৭	৪৪২	৪৩৪৪		১০৫২০	৪			১০১
৯	সিরাজগঞ্জ	৬	১	৫১	৩৯১		৯৬৩৯৪		৪১১৫৫৬	৫৫৪৮	৩৪০৫৩		৪৪২৭	৪		৭	৩০৭
১০	জামালপুর	৭	৮	৬২	৬৭৪		২১৭১৭২		১০৪৪৬৪২	৪০১	১৯৮৫৬		৪৮৭৮৭	১২			৫৪৪
১১	সুনামগঞ্জ	১০		৫৩	৭১৩		১৯১০০		৯৩৭৫০	১৫২২	১১৬৭২		১০৪৭৫	২			
১২	নেত্রকোনা	৫		৩০			৩২২১৩		১২৩৯৮০	২৮	২৪৫৮		১১২৯০	২			২৩৬
১৩	রাঙ্গামাটি	৩	১	২০		৫০	৭১৯৩		৩২০০০	৫০	৩৫১০		২৩০৭০				
১৪	বি-বাড়ীয়া	২		৫	৩০		১৮৫		৬৬০				১২১৫				
১৫	ফরিদপুর	৩	১	১৩			১০৮৪০		৫৪২০০	৩০৫	২১৫		৫৮১				৪৭
১৬	রাজবাড়ী	৫	৩	১৬	২০৯		৪০৮৪৫		১৩৯৯৯০		১১২০		৩৪২৪				২৫
১৭	যশোর	৪	৩	২৪	১২৫		১২১৫৫		১১৮৩৩৪		৯৯৯৭		৭৬৬৬	৩			১১৯
১৮	ময়মনসিংহ	৩	১	১৯	১৭২	১৬৬০৬	২৪৯০৯		২০৭৫৭৫	৩০৩৬	১৩৯৬০		১১১০১		৭০০০		৭৫
১৯	টাংগাইল	৭	২	৫৪	৬৪৯		১১৮৭৯০		৪৪২৬৯০	৫০১৯	৬৮১৭৪		১৮৪৩৩			৬	১৭৮
২০	সিলেট	৭		৪২			৩১০৮০		১৩৩৭৪০		৪০৯০		৭৬৬৪		৫৫		৩
২১	শেরপুর	৫		১৪			২০০০		৪৮৫০				৩৫৯০	৩			
২২	ঢাকা	৩		১২	৪৮	১৬৫	৯৯৮৬		৪৬৪১৯	২৮	১৫৫৩		৬১০				৬৩
২৩	মৌলভীবাজার	৫		১৬	৮৭		১৭৬৫		৮৬৮২				৫৮৫	২			১৯
২৪	নওগাঁ	১০		৬৬	৫১৬		৬৮৭৬৮		৩৬২০৯৫	২৫৭৬৫	৫৪২৪২		৬৮৫৩৬	৪			১২৩
২৫	কুমিল্লা	১৩	১	১১২			২৭৩৪৭		১৫৯০৩৪	৩২২	৭৩		৩৫৫১	২			
২৬	রংপুর	৮	৩	৬১	৪৮৭		৮১৭১১		৮০৮৫৫৫				৩৮৮১৫	৩			৩৩
২৭	মানিকগঞ্জ	৫		৪৩	৬০৩	৩৪৭০	৪৪৩৬০	১৪০২০	১৭০৮৯১	৩৪৭০	৪৩৯৬০	৩৩১২	১০৩৩৮			৬	১৩৬
২৮	জয়পুরহাট	৫		২৪	৯৫		৮৫৪০		৩৬৯১০		২৮০৬		১১৩৩০				১৪
২৯	মুন্সিগঞ্জ	২		১২	৫০		৪২৫০		২১২০০	১৯৫৫	২২৯৫		৮০				৫
৩০	মাদারীপুর	১		৯	১৫		৭৩১৫		২৯১৬০				২১				
৩১	নাটোর	২	১	১১	৯৮	২৫০০	৫৫০০		৪০০০০	২৫০০	৫৫০০		১২০০				১২
	মোট	১৭৪	৪৫	১১৬২	৭৮৪৫	৪৭১৮১	১৪৭৯৬৯৬	১৫২২৪	৬৮৯৯০২৮	৭৪৩৭২	৫১৮৮৭৫	৩৩১২	৫৭৭৫৭৯	১১৪	৭০৫৮	২১	৩৫৫৯

ক্রঃ নং	ক্ষতিগ্রস্ত জেলা	ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা (কিঃমিঃ)		ক্ষতি ব্রীজ/ কাল ভার্ট	ক্ষতিঃ বাঁধ কিমিঃ		বর্তমানে আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা	আশ্রিত লোক সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত টিউবওয়েল	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট	মেডিকেল টিম	মন্তব্য
		(স)	আং		সঃ	আং						
১	২	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৮	২৯	৩১	
১	দিনাজপুর						১২৮	১১৯৪৭	২১৬৩		১৭০	
২	নীলফামারী		৩০৭		৫.	১৫			১০৮৪		৬৭	
৩	লালমনিরহাট					২	১	৪০	৮৬৩০		৫৪	
৪	কুড়িগ্রাম		১৪২.৫	২৩			১১৮	৬৬২৪৬	১২৭১৯		৯০	
৫	ঠাকুরগাঁও					৯	৩	৬৮০	৫২৭		৪১	
৬	পঞ্চগড়	৫৫	১৯৮			০					৪৯	
৭	গাইবান্ধা		১৭৫	১৩	০.২	৮.৪	৯৬	২০৯৯৭	২৭৭২		১২০	
৮	বগুড়া		১১৪			৭১		৫৩০৩	১২৪৫		১২১	
৯	সিরাজগঞ্জ	৩০	২৭	৬০	৩০	১০২	১০৬	১৭৫০৫	৪৮৮৬		৪৫	
১০	জামালপুর	১৭.০	১৪০৮	৩৪	০.২৫	২৫.০	৫৪	১০৮৪২	৬৮৭১		৭৭	
১১	সুনামগঞ্জ								০		১২৪	
১২	নেত্রকোনা		২২১			৩	১	৯১	২১৫			
১৩	রাঙ্গামাটি		২০									
১৪	বি-বাড়ীয়া						২					
১৫	ফরিদপুর		৩				১	৩০০			৬৩	
১৬	রাজবাড়ী						৩	৪০৫			৪৮	
১৭	যশোর		৬১				৪২	১৬৪৯৮				
১৮	ময়মনসিংহ	১৬৯	৩৭৪.০০	৪৫	০.২১	১০	২	১৫০			১৮	
১৯	টাংগাইল		১৬০			৫	১২	১২৬১০	১৫১৫		১২৬	
২০	সিলেট								৪৫১৪		১৪৮	
২১	শেরপুর					৪০	৫		০			
২২	ঢাকা											
২৩	মৌলভীবাজার											
২৪	নওগাঁ						৪১	১৭৯২৮				
২৫	কুমিল্লা		৮৮০			২	১	১০০				
২৬	রংপুর		১৬৫	৪		০.১	৩৩	১২৭১৪	১৮১৫			
২৭	মানিকগঞ্জ	৩৬	১৯৯	২১		৫.	২৯	২৬৬০	৪১৮৩		৪৪	
২৮	জয়পুরহাট		১০৬.	৩								
২৯	মুন্সিগঞ্জ						১৯					
৩০	মাদারীপুর											
৩১	নাটোর		৭০				৬	৪০০				
	মোট	৩০৭	৪৫৬১	২০৩	৩৬	২৯৮	৬৯৭	১৯৭০১৬	৫৩১৩৯	০	১৪০৫	

আগষ্ট, ২০১৭ মাসে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলায় বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রীর বিবরণ

তারিখঃ ২০.০৮.১৭ খ্রিঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	জিআর চাল (মেঃটন)			জিআর ক্যাশ			শুকনো খাবার (প্যাকেট)		
		মোট বরাদ্দ	বিতরণ	বর্তমানে মজুদ	মোট বরাদ্দ	বিতরণ	বর্তমানে মজুদ	বরাদ্দ	বিতরণ	মজুদ
১	দিনাজপুর	২১৯৫	১৫৯৫	৬০০	৮৬০০০০০	৬২৫০০০০	২৩৫০০০০	৭০০০	৫০০০	২০০০
২	নীলফামারী	১২২৫	৫২৫	৭০০	৩৮৫০০০০	১৯১৫০০০	১৯৩৫০০০	২০০০	২০০০	০
৩	লালমনিরহাট	১০৫০	৭২০	৩৩০	২৮০০০০০	২০৮০০০০	৭২০০০০	২০০০		২০০০
৪	কুড়িগ্রাম	১৫০০	৪৫০	১০৫০	৬০০০০০০	২৩০৫০০০	৩৬৯৫০০০	৪০০০	২০০০	২০০০
৫	ঠাকুরগাঁও	৮২৫	৩০৬	৫১৯	১৭০০০০০	১২০০০০	১৫৮০০০০	২০০০	১৬০০	৪০০
৬	পঞ্চগড়	৭২৫	৪৫২	২৭৩	২১৫০০০০	১০৯৫০০০	১০৫৫০০০	২০০০		২০০০
৭	গাইবান্ধা	১৪০০	১০৩৬	৩৬৪	৪৩০০০০০	২৯১০০০০	১৩৯০০০০	২০০০	২০০০	০
৮	বগুড়া	৫৫০	৪৬৫	৮৫	১৩০০০০০	৬৯৫০০০	৬০৫০০০	৪০০০	৪০০০	০
৯	সিরাজগঞ্জ	১২০০	৭১৬	৪৮৪	৩৭০০০০০	১৪৪০০০০	২২৬০০০০	২০০০	২০০০	০
১০	জামালপুর	১৯৩৮	১৬৬৮	২৭০	৫০৭৫০০০	৩২৫০০০০	১৮২৫০০০	২০০০		২০০০
১১	সুনামগঞ্জ	৮০০	২৩৪	৫৬৬	২৫০০০০০	৩৯০০০০	২১১০০০০	২০০০	২০০০	০
১২	নেত্রকোনা	৬০০	৮০	৫২০	২৬০০০০০	৩৭৫০০০	২২২৫০০০			০
১৩	রাঙ্গামাটি	২০০	৭৫	১২৫	১৮০০০০০	৯৮২০০০	৮১৮০০০	১০০০	১০০০	০
১৪	খাগড়াছড়ি	১৫০	৮৬	৬৪	৬০০০০০	৫০০০০০	১০০০০০			০
১৫	টাঙ্গাইল	৪০০	৮৩	৩১৭	১৬০০০০০	৩৫৫০০০	১২৪৫০০০			০
১৬	ফরিদপুর	৫৫০	১৮৫	৩৬৫	১৬০০০০০	৫৪০০০০	১০৬০০০০			০
১৭	সিলেট	৩০০	২৬৭	৩৩	১২০০০০০	৫০০০০০	৭০০০০০			০
১৮	রাজবাড়ী	৩১৫	১২৭	১৮৮	১৩০০০০০	২৬৮০০০	১০৩২০০০			০
১৯	ময়মনসিংহ	৪০০	৬৪	৩৩৬	১৫০০০০০	১৬৯৫০০	১৩৩০৫০০	১০২৫০	১০২৫০	০
২০	যশোর	২০০	১০১	৯৯	৭০০০০০	১৪৫০০০	৫৫৫০০০			০
২১	শেরপুর	৪০০	৩৪	৩৬৬	১৭৫০০০০	৪৩০০০০	১৩২০০০০			০
২২	মৌলভীবাজার	৩০০	২০	২৮০	১৫০০০০০	৩০০০০	১৪৭০০০০			০
২৩	নওগাঁ	৭০০	২৯৭	৪০৩	২৪০০০০০	১৬২২০০০	৭৭৮০০০	২০০০		২০০০
২৪	ঢাকা	২০০	১	১৯৯	৮০০০০০	২৫০০০	৭৭৫০০০			০
২৫	কুমিল্লা	১৪০	৪০	১০০	৮০০০০০	৪৮১০০০	৩১৯০০০			
২৬	রংপুর	১৩০০	২৮৮	১০১২	৪২০০০০০	৪৯৯০০০	৩৭০১০০০			
২৭	গোপালগঞ্জ	৫০০	৭৫	৪২৫	১৯০০০০০	৭০০০০০	১২০০০০০			
২৮	জয়পুরহাট	৭৫	৪০	৩৫	১৫০০০০	৮০০০০	৭০০০০			
২৯	মুন্সিগঞ্জ	৩৯০	১০	৩৮০	১৩০০০০০	৫৫০০০	১২৪৫০০০			
৩০	মাদারীপুর	৩০০	৫৮	২৪২	১৪০০০০০	২৯৫০০০	১১০৫০০০			
৩১	নাটোর	১৫০	১০৫	৪৫	৬০০০০০	৫০০০০০	১০০০০০			
	মোট	২২০২১	১০৬৬৪	১০৮৫৮	৭২০৭৫০০০	২৯৪০১৫০০	৩৯৩৭৩৫০০	৪৪২৫০	৩১৮৫০	১২৪০০